বুলুগুল মারাম

হাদিস নাম্বারঃ ৭২

পর্ব - ১ঃ পবিত্রতা (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ৬. উযূ বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ - পুরুষাঙ্গ স্পর্শতে উযূ বিনষ্ট হয় না

আরবী

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ «لَا, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ

حسن. رواه أبو داود (182 و 183)، والنسائي (101)، والترمذي (85)، وابن ماجه (483)، وأحمد (43)، وابن حبان (207 موارد) ولكن ينبغي معرفة أن هذا الحديث منسوخ، إذ قال ابن حزم في «المحلي» (139) ولنعم ما قال: «هذا الخبر ـ خبر طلق ـ صحيح إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ، والأخذ بما تيقن أنه منسوخ. وثانيها: أن كلامه عليه السلام: «هل هو إلا بضعة منك؟» دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا، وأنه كسائر الأعضاء

বাংলা

৭২। ত্বালক বিন ’আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সাহাবী (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, ’আমি আমার লিঙ্গ স্পর্শ করে ফেলেছি অথবা বললেন, ’যদি কেউ সালাতে তা স্পর্শ করে ফেলে, তবে এর কারণে কি তাকে উযূ করতে হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ’না, এটা তো তোমারই (শরীরের) একটি অংশ বিশেষ। আর ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন[1] এবং ইবনুল মাদানী (বুখারীর উস্তাদ) বলেন, বুসরার হাদীস হতে এটি অধিক উত্তম।

English

Narrated Talq bin ‘Ali (rad):
A man said: “I touched my penis” or he said, “Does a man who touch his penis during the prayer should perform Wudu (ablution)?” The Prophet (ﷺ) replied, “No, it is only a part of your body”. [Reported by Al-Khamsa. Ibn Hibban graded it Sahih (sound).

and Ibn Al-Madini said, “It is better than the Hadith of Busra".

ফুটনোট

[1] হাসান। আবু দাউদ (১৮২, ১৮৩); নাসায়ী (১০১); তিরমিযী (৮৫); ইবনু মাজাহ (৪৮৩); আহমাদ (৪৩); ইবনু হিব্বান (২০৭ মাওয়ারেদ)। কিন্তু এ হাদীসটি স্পষ্টতঃ মানসূখ তথা রহিত হয়ে গেয়ে। যখন ইবনু হাযম তাঁর মুহাল্লায় (১৩৯) কত সুন্দর কথা বলেছেন যে, এ ত্বালক রাবীর হাদীস সহীহ তবে তাদের কথার দুটি দিক দিয়ে সঠিক নয়।
১. এ হাদীসটি লজ্জাস্থান স্পর্শ করার নির্দেশ বর্ণিত হওয়ার পূর্বেকার সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে কোন সন্দেহ নেই। বিষয় যদি এমনই হয়ে থাকে। তবে এ হাদীস রহিত হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে অযূ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। ফলে কোন বিষয়ের রহিতকারী হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস হলে তা বর্জন করা এবং যা মানসূখ বা রহিত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। ২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা: এটা তো তোমারই (শরীরের) একটি অংশ বিশেষ”। লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অযূ করার বিধান দেয়ার পূর্বের উক্তি হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল। কেননা তা পরবর্তীকালের বিষয় হত তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা বলতেন না। বরং এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ কথাটি রহিত হয়ে গেছে। লজ্জাস্থান যে, “অন্যান্য অঙ্গের মতো” কথার পূর্বে এ বিষয়ে মূলতঃ কোন হুকুমই বর্ণিত হয়নি।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন বর্ণনাকারীঃ তালক ইবনে আলী (রাঃ)

🔗 Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=69883

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন